বাধানিষেধ সমেত হাসপাতালের আদেশে হাসপাতালে ভর্তি করা

(মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্ট 1983-র ধারা 37 এবং 41)

1. রুগীর নাম	
2. আপনার পরিচর্যার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম (আপনার "রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ান")	
3. হাসপাতাল এবং ওয়ার্ডের নাম	
4. আপনার হাসপাতালের আদেশের তারিখ	

আমি হাসপাতালে কেন আছি?

কোর্টের আদেশে আপনাকে এই হাসপাতালে রাখা হয়েছে। কোর্টের অভিমত এই যে মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্ট 1983-র ধারা 37-র অধীন আপনাকে এখানে রাখা যায়।

একে হাসপাতালের আদেশ অর্থাৎ "হসপিটাল অর্ডার" বলা হয়। অর্থাৎ দুজন ডাক্তার কোর্টকে জানিয়েছেন যে তাদের মনে হয় আপনার মানসিক ব্যধি আছে এবং তাই আপনাকে হাসপাতালে রাখা দরকার।

জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য কোর্টও মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্টের ধারা 41-র অধীন আপনার জন্য বাধানিষেধের আদেশ অর্থাৎ রেসট্রিকশন অর্ডার জারি করেছে।

রেসট্রিকশন অর্ডার কি ?

রেসট্রিকশন অর্ডার অর্থাৎ যতক্ষণ না সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর জাস্টিস কিংবা কোনো ট্রাইবিউনাল বলবে যে আপনি হাসপাতাল ছেড়ে যেতে পারেন ততক্ষণ আপনাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া যায় না, এছাড়া আপনার ছুটি কয়েকটা শর্তসাপেক্ষ থাকবে যা সময়মত আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। আপনি হাসপাতালে থাকাকালীন, যিনি আপনার পরিচর্যার দায়িত্বপ্রাপ্ত (আপনার রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ান) তিনি সেক্রেটারি অফ স্টেটের অনুমোদন নিয়ে আপনাকে অস্থায়ী ছুটি দিতে কিংবা অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে পারেন। এছাড়া বছরে অন্তত একবার আপনাকে পরীক্ষা করে সেক্রেটারি অফ স্টেটের কাছে তার রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

আমি কতদিন এখানে থাকব?

যখন আপনার রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ানের মনে হবে যে আপনার ছুটি পাওয়ার মত যথেষ্ট সুস্থ হয়েছেন তখন আপনাকে জানিয়ে দেবেন। তারপর তিনি সেক্রেটারি অফ স্টেটকে ঐ ব্যাপারে রাজি হতে বলবেন। যতক্ষণ না সেক্রেটারি অফ স্টেট রাজি হবেন ততক্ষণ আপনি হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবেন না। আপনি তার আগে যাওয়ার চেষ্টা করলে, কর্মচারীরা আপনাকে বাধা দিতে পারে, এবং যদি আপনি চলে যান, আপনাকে ফেরত নিয়ে আসা যায়।

আমার কি চিকিৎসা করা হবে?

আপনার মানসিক ব্যধির জন্য যে চিকিৎসা প্রয়োজন সে বিষয়ে আপনার রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ান বা হাসপাতালের অন্যান্য কর্মী আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আপনার তাদের পরামর্শ শুনতে হবে।

তিন মাস পরে, আপনার মানসিক ব্যাধির জন্য আপনাকে যে ওষুধ দেওয়া হয় সে বিষয়ে বিশেষ নিয়ম থাকে। আপনি যদি ওষুধ নিতে না চান বা আপনি সেসব ওষুধ নিতে চান কি না তা যদি আপনার অসুস্থতার ফলে আপনার পক্ষে জানানো সম্ভব না হয়, তাহলে আপনার সঙ্গে একজন ডাক্তার দেখা করবেন যিনি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত না। এই স্বতন্ত্র ডাক্তার আপনার সঙ্গে এবং হাসপাতালের যেসব কর্মচারী আপনাকে চেনে তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। আপনাকে কি ওষুধ দেওয়া যায় তা এই স্বতন্ত্র ডাক্তার সিদ্ধান্ত নেবেন। আপনার সঙ্কটাবস্থা না হলে, শুধুমাত্র ঐ ওষুধগুলিই আপনার সম্মতি ছাড়া দেওয়া যায়।

এই স্বতন্ত্র ডাক্তারকে SOAD (সেকেন্ড ওপিনিয়ন অ্যাপয়েন্টেড ডাক্তার) বলা হয় এবং এক স্বাধীন কমিশন এই ডাক্তারকে নিযুক্ত করে, এই কমিশনে মেন্টাল হেলথ্ অ্যাক্ট প্রয়োগের ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রাখে।

কয়েকটা বিশেষ চিকিৎসা, যেমন ইলেকট্রো-কনভালসিভ থেরাপির (ECT) জন্য পৃথক নিয়মকানুন আছে। যদি কর্মচারীর মনে হয় যে আপনার এরকম বিশেষ চিকিৎসা প্রয়োজন তাহলে আপনাকে নিয়মগুলি বুঝিয়ে দেওয়া হবে এবং আপনাকে আরেকটি পত্রিকা দেওয়া হবে।

আমি কি আপীল করতে পারি?

হ্যাঁ। আপনি কোর্টের কাছে আপনার কেস পুনরায় বিচার করে দেখার অনুরোধ করতে পারেন। যদি তা করতে চান, শীঘ্র করবেন এবং এ ব্যাপারে সলিসিটার অর্থাৎ অধিবক্তার সাহায্য চেয়ে নেওয়া শ্রেয়। এ ব্যাপারে হাসপাতালের কর্মীদের জিজ্ঞাসা করবেন ও তারা আপনাকে আরেকটা পত্রিকা দেবে।

ছয় মাস যাবৎ আপনার হসপিটাল অর্ডার বলবৎ থাকার পর, আপনাকে যে হাসপাতালে রাখতে হবে না এ কথা আপনি ট্রাইবিউনালকে দিয়েও বলাতে পারেন।

ট্রাইবিউনাল কি এবং কি হয়?

ট্রাইবিউনাল এক স্বতন্ত্র সঙ্ঘ, আপনাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া উচিত কি না তা এই সঙ্ঘ নির্ণয় নিতে পারে। এরা আপনার সঙ্গে এবং হাসপাতালের যেসব কর্মচারী আপনাকে চেনে তাদের সঙ্গে মিটিং করবে। এই মিটিং-কে "হিয়ারিং" অর্থাৎ শুনানি বলা হয়। আপনি চাইলে অন্য কাউকে এই হিয়ারিং-এ আপনাকে সাহায্য করার জন্য আসতে বলতে পারেন। হিয়ারিং-এর আগে ট্রাইবিউনালের সদস্যরা আপনার এবং আপনার পরিচর্যার বিষয়ে হাসপাতালের রিপোর্ট পড়বেন। এছাড়া ট্রাইবিউনালের একজন সদস্য আপনার সঙ্গে দেখা করে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

আমি কখন ট্রাইবিউনালের কাছে আবেদন করতে পারি ?

ছয় মাস যাবৎ আপনার হসপিটাল অর্ডার চলার পর পরবর্তী ছয় মাসে একবার আপনি ট্রাইবিউনালের কাছে আবেদন করতে পারেন। এরপর আপনি যতদিন হাসপাতালে থাকবেন ততদিন বছরে একবার আবেদন করতে পারেন।

আপনি ট্রাইবিউনালের কাছে আবেদন করতে চাইলে এখানে চিঠি লিখতে পারেন ঃ

The Tribunals Service
PO BOX 8793
5th Floor
Leicester
LE1 8BN টেলি ঃ 0300 123 2201

আপনি আপনার পক্ষ থেকে ট্রাইবিউনালের কাছে চিঠি লেখা এবং হিয়ারিং-এ সাহায্যের জন্য একজন সলিসিটার (solicitor) অর্থাৎ আইনী অধিবক্তার সহায়তা নিতে পারেন। হাসপাতাল এবং ল সোসাইটির কাছে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধিবক্তাদের তালিকা আছে। এই সলিসিটারের সহায়তার জন্য আপনাকে দাম দিতে হবে না। লিগ্যাল এড স্কিমে (Legal Aid scheme) এটা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

আপনার চিঠিপত্র

আপনি হাসপাতালে থাকাকালীন আপনার নামে যেসব চিঠিপত্র পাঠানো হবে সেসব আপনাকে দেওয়া হবে। আপনি যাকে ইচ্ছা চিঠিপত্র পাঠাতে পারেন, তবে যদি কেউ বলে যে সে আপনার চিঠি পেতে চায় না তাকে আপনার লেখা চিঠি পাঠানো হবে না। হাসপাতালের কর্মচারী এদের জন্য লেখা চিঠি আটকে রাখতে পারে।

আচরণ সংহিতা

মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্ট এবং মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের প্রতি ব্যবহারের বিষয়ে একটি আচরণ সংহিতা (Code of Practice) আছে যা হাসপাতালের কর্মীদের পরামর্শ দেয়। আপনার পরিচর্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কোডে কি বলা হয়েছে তা কর্মীদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। আপনি চাইলে, কোডের একটা কপি চেয়ে নিতে পারেন।

আমি কিভাবে নালিশ করব ?

হাসপাতালে আপনার যত্ন পরিচর্যার বিষয়ে যদি নালিশ করতে চান, তাহলে কর্মীদলের সদস্যের সঙ্গে কথা বলুন। তারা হয়ত সমাধান খুঁজে দিতে পারবে। এছাড়া তারা আপনাকে হাসপাতালের নালিশ প্রণালীর বিষয়েও তথ্য জানাতে পারে, আপনি এই প্রণালী ব্যবহার করে স্থানীয় স্তরে মীমাংসা করে আপনার নালিশের সমাধান করে নিতে পারেন। এছাড়া অন্যান্য যারা নালিশ করায় আপনাকে সাহায্য করতে পারে তাদের ব্যাপারেও তারা জানাতে পারে।

যদি আপনার মনে হয় হাসপাতালের নালিশ প্রণালী আপনাকে সাহায্য করতে পারছে না তাহলে আপনি একটি স্বতন্ত্র কমিশনের কাছে আবেদন করতে পারেন। মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্ট 1983 যেভাবে ব্যবহার করা হয় সে ব্যাপারে এই কমিশন বিশেষ লক্ষ্য রাখে, যাতে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় এবং হাসপাতালে থাকাকালীন রুগীর যথাযথ যত্নপরিচর্যা হয়। কিভাবে এই কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় তার ব্যাখ্যাসমেত একটি পত্রিকা হাসপাতালের কর্মচারী আপনাকে দিতে পারে।

আরো সাহায্য এবং তথ্য

আপনার যত্ন পরিচর্যা এবং চিকিৎসার বিষয়ে যদি আপনি কিছু বুঝতে না পারেন, কর্মীদলের একজন সদস্য আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। এই পত্রিকার কোনো বিষয় যদি আপনি বুঝতে না পারেন কিংবা আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যার উত্তর এই পত্রিকায় নেই তাহলে কর্মীদলের সদস্যের কাছ থেকে তা বুঝে নেবেন।

আপনি যদি অন্য কারুর জন্য এই পত্রিকার কপি চান, তাহলে চেয়ে নেবেন।